

## স্মৃতি পত্র

সোহম রাসেল রাবিদ

কী সব দিন ছিল আমার!  
ঐশ্বর্যময় সদাশয় এক একটি মোদক দিন।  
পট্টময় সময়ের ভাঁজ থেকে, আলতো করে খুলে আসত দিনগুলো।  
সেই সব দিনগুলোতে আমরা ছিলাম  
একই প্রতিশ্রুতির ছায়াতলে,  
একই স্বপ্নের ঘেরাটোপে ছিল আমাদের বসতবাটি—  
বিনি সুতার মালার মত আমাদের অনুভূতিগুলো  
গেঁথেছিলাম নিপুণ নকশায়।  
সেই সব সোনালী দিন ছিল আমার!

আমি বলতাম-ভাসাব,  
অমনি তুমি ভাসতে হাসির কলকলে।  
আমি বলতাম-সুর চাই,  
অমনি তোমার কণ্ঠে সঙ্গত করত হাজারটা সরোদ, তানপুরা।  
আমি বলতাম সাজাব,  
অমনি তুমি সাজতে পাতারঙা সবুজ শাড়ীতে—  
কপালে আলতো টিপ, বাহুলতায় খোঁরাসানী নকশা।... ..  
কী সব দিনই না ছিল আমার !

তুমি রিক্সা পছন্দ করতে বলে  
আমি ঠিক করে ছিলাম—  
বিবাহ যাত্রা হবে রিক্সায় চড়ে।  
তুমি ভেলা পছন্দ করতে বলে  
আমি ঠিক করেছিলাম—  
পদ্মার বুকে কলাগাছের ভেলায় সাজাব বাসর।  
তুমি চা পছন্দ করতে বলে  
আমি পুরো পৃথিবীটাকেই চায়ের বাগান বানাব বলে  
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।  
দোয়েল চত্বর দিয়ে যেতে যেতে তুমি বলতে ‘কী সুন্দর!’  
আমি বলতাম—  
আমাদের মিলনের রাতে ওরাই বাজাবে সানাই।  
কী সব দিন ছিল আমার!

পার্কের ঘাসের গালিচার শয়্যা, তারা-ফোঁটা আকাশের ছাদ  
ভীষণ পছন্দ আমার।  
তাই তুমি সবুজ আঁচল বিছিয়ে বানাতে শয়্যা, তোমার  
তারা-ফোঁটা চোখের ভিতর সীমাবদ্ধ করেছিলে আমার আকাশকে।  
আমার পছন্দ ছিল শুক্লা দ্বাদশীর রাত, মিশাধারের ভিতর  
জোনাকীর আলোর উৎসব।  
তাই অমাবস্যার রাতেও তুমি জ্বালিয়ে দিতে শুক্লা দ্বাদশীর প্রদীপ।

কাঁপা কাঁপা আলোয় তোমার উদ্ভাসিত মুখ  
দেখে- আমি হতবাক পৃথিবীর ভাষাহীন একমাত্র প্রেমিক ।  
আমি যখন কাঁঠালচাঁপার গন্ধ লোভে চষে ফেলতাম  
সমস্ত বাগান, ফুল, বাতাসের সৌরভ-  
তুমি তখন তোমার বুকের ভেতর থেকে  
বের করে দিতে একটি গোলাপ, আমি তোমার  
নিঃশ্বাসে পেতাম কাঁঠালচাঁপার গন্ধ ।  
কী সব দিন ছিল আমার !

আমি বলতাম-কাঁপাব সমাজ, ভাঙব নিয়ম ।  
তুমি বলতে-না ।  
আমি বলতাম-  
ভীতু তুমি । বুকের ভিতর থেকে খুলে ফেল দ্বিধার আঙরাখা ।  
হাসতে তুমি ।  
আমি দেখতাম-  
তোমার দু'চোখে জড়িয়ে আছে টলটলে অশ্রু ।  
গভ বেয়ে ঢল নামবার আগেই  
মহাপবিত্র ভেবে সে অশ্রু তুলে নিয়ে লাগাতাম চোখে-  
আমার দৃষ্টি ফিরে পেত নব যৌবন ।  
যখন তুমি আমাকে ছুঁয়ে যেতে  
আমার দু'চোখের তারায় তখন তোমারই ধ্যান ।  
তোমার ছোঁয়ায় 'প্রিন্স অব পার্সিয়া'র মতো জীবন বাড়ত আমার ।  
তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরলে, আমি চাইতাম  
ওখানেই থেমে যাক পৃথিবী ।

আমাদের স্বপ্ন ছিল মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ নামাব আমরা ।  
তাই তোমাকে বুকে নিয়ে দু'চোখ বুজে  
প্রতিটি গভীর প্রশ্বাসে পেতাম সেই সুখ ।  
আমি আমার ঠিকুজীগুলি মিলাতে চেয়েছিলাম  
তোমার জীবনকোঠির সাথে-  
তুমি চেয়েছিলে তোমার আত্মার কাঁপনকে আমার  
অস্তিত্বের সাথে মিশিয়ে দিতে ।  
আমরা চেয়েছিলাম, আমাদের পথ স্তম্ভিত হোক ভালবাসার মোহনায় ।  
কী সব দিনই না ছিল আমার!  
পৃথিবীর তাবৎ ঐশ্বর্যের বিনিময়েও  
সেই সব দিনের স্মৃতি বিকাতে রাজি নই আমি ।

এমনই সব দিন ছিল আমার !  
ঐশ্বর্যময় সদাশয় এক একটি মোদক দিন ।  
পটুঁময় সময়ের ভাঁজ থেকে আলতো করে খুলে আসত দিনগুলি ।  
সেই সব সোনালী দিন ছিল আমার !

